পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হয়েছিল – 1লা নভেম্বর 1956

অক্ষাংশ সম্প্রসারণ:-21° 38′N - 27°10′N

দ্রাঘিমাংশ প্রসারণ: - 85° 50′E - 89° 50′E

উত্তর-দক্ষিণ এক্সটেনশন: - 623 কিমি পূর্ব-পশ্চিম এক্সটেনশন: - 320 কিমি

মোট এলাকা:- 88752 বর্গ কিমি

মোট জনসংখ্যা: - 91347736

মোট জনসংখ্যা অনুসারে WB এর স্থান - 4 র্থ (ভারতে)

জনসংখ্যার ঘনত্ব অনুসারে WB -2 য় (ভারতে)

এলাকাভিত্তিক বিশ্বব্যাংকের র‍্যাঙ্ক - 13 তম (ভারতে)

W.B-তে জেলার সংখ্যা - 23

বৃহত্তম জেলা - দক্ষিণ 24 পরগণা.

ক্ষুদ্রতম জেলা - কলকাতা

সর্বাধিক জনসংখ্যার জেলা - উত্তর 24 পরগণা

সর্বনিম্ন জনসংখ্যা জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর

সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ জেলা - কলকাতা

সর্বনিম্ন ঘনত্বের জনবহুল জেলা - পুরুলিয়া

জনসংখ্যা WB - 1029/sq.km.

W.B-এর শিক্ষার হার - 76.26%

W.B-এর লিঙ্গের হার - 947 F/ 1000 M

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (2001-2011) – 13.93%

শিশু লিঙ্গ অনুপাত - 950 G/1000 B.

সর্বোচ্চ শিশু লিঙ্গ অনুপাত - হাওড়া

সর্বনিম্ন শিশু লিঙ্গ অনুপাত - কোলকাতা

পুরুষ সাক্ষরতা - 82.67%

মহিলা সাক্ষরতা - 71.16%

সর্বোচ্চ সাক্ষরতার হার - পূর্ব মেদিনীপুর

সর্বনিম্ন সাক্ষরতা - দিনাজপুর (N)

সর্বোচ্চ পুরুষ সাক্ষরতার হার - মেদিনাপুর (w)

সর্বোচ্চ মহিলা সাক্ষরতার হার - কলকাতা

সর্বনিম্ন পুরুষ সাক্ষরতার হার - দিনাজপুর (N)

সর্বনিম্ন মহিলা সাক্ষরতার হার - পুরুলিয়া

W.B এর প্রশাসনিক বিভাগ

1. জলপাইগুড়ি বিভাগ - জলপাইগুড়ি (H.Q.), কোচবিহার (1950), দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার (25/6/2014), কালিম্পং (14/2/2017)

2. বর্ধমান বিভাগ - হুগলি (ডিভি. HQ.-চুঁচুড়া), পশ্চিম বর্ধমান (কনিষ্ঠতম - 7/4/17) এবং পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম।

3. প্রেসিডেন্সি বিভাগ - কলকাতা (Div. H.Q.), হাওড়া, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগণা (1986)।

4. মালদা বিভাগ - মালদা (ডিভি. H.Q.), মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর (1992)।

5. মেদিনীপুর বিভাগ - পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর (2002, H.Q.- মেদিনীপুর), বাঁকুড়া, পুরুলিয়া (1956), ঝাড়গ্রাম (4/4/17)

আন্তর্জাতিক সীমান্ত

- বাংলাদেশ (সর্বাধিক - 2272 কিমি) - দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পৃষ্ঠা।
- ভুটান - 3 জেলা (জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং)
- নেপাল-দার্জিলিং।

রাজ্যের সীমানা

- বিহার – দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, মালদা
- ঝাড়খণ্ড (দীর্ঘতম)- মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম।
- ওড়িশা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম।
- সিকিম - দার্জিলিং, কালিম্পং।
- আসাম - কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার।

DILIGENCE DEXTERITY DETERMINATION
THE DHRONAS
Ensuring success through skills

কর্কটক্রান্তি রেখা যে সকল স্থান অতিক্রম করে

- নদীয়া-কৃষ্ণনগর, ধুবুলিয়া।
- পূর্ব বর্ধমান – পূর্বস্থলী, গুসকরা, আউশগ্রাম।
- পশ্চিম বর্ধমান – দুর্গাপুর (রাজবাঁধ)
- বাঁকুড়া - বড়জোড়া, দুর্লভপুর, গঙ্গাজলঘাটি
- পুরুলিয়া-আদ্রা

বনাঞ্চল

পশ্চিমবঙ্গের বনাঞ্চলের শতাংশ - 18.96% (2021 FSI রিপোর্ট), 2019 FSI রিপোর্টে এটি 19.04%।

আয়তনের . (2019 FSI রিপোর্ট)।

W.B এর গুরুত্বপূর্ণ বনাঞ্চল

দার্জিলিং - 1. সেঞ্চাল বন। 2. মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। 3. জোরপোখরি বন। 4. সিংগালিলা জাতীয় উদ্যান (1992)।

কালিম্পং - নেওরা উপত্যকা (N.P - 1986)

আলিপুরদুয়ার - 1. জলদাপাড়া (N.P - 2012) 2. বক্সা (টাইগার রিজার্ভ এবং N.P 1992) 3. চিলাপাতা WLS

জলপাইগুড়ি - 1. গোরুমারা (N.P - 1994।) 2. লাটাগুড়ি W.L.S. 3. চাপড়ামারী W.L.S.

উত্তর দিনাজপুর- কুলিক পক্ষীনিবাস

নদীয়া- বেথুয়াদহরি পক্ষীনিবাস

বীরভূম- বল্লভপুর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

বর্ধমান - রমনাবাগান W.L.S.

উত্তর 24 পরগণা - বিভূতিভূষণ W.L.S.

দক্ষিণ 24 পরগণা- 1. চিন্তামণি কর পক্ষীনিবাস . 2. সুন্দরবন

DILIGENCE DEXTERITY DETERMINATION
THE DHRONAS
Ensuring success through skills

সুন্দরবন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ন তথ্যঃ

(Tiger Reserve-1973, Wildlife Sanctuary - 1977, National Park - 1984, UNESCO ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট - 1987 ম্যানগ্রোভ এবং এর জীববৈচিত্র্যের কারণে, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ - 1989, রামসার জলাভূমি সংরক্ষণ তালিকা - 1992 UNCO, 1992 তে বাংলাদেশের অংশ এবং 2019 -এ ভারতীয় অংশ। ম্যান অ্যান্ড বায়োস্ফিয়ার প্রোগ্রাম তালিকা - 2001।)

W.B এর প্রধান ফসল

- ধান - মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া
- পাট - মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলি
- আলু - হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর।
- চা - দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি
- আখ- নদিয়া, হুগলি
- গম - মুর্শিদাবাদ, বীরভূম
- ভুট্টা- উত্তর দিনাজপুর, মালদা
- তামাক ও বাঁশ- কোচবিহার
- নারকেল ও কাজুবাদাম- পূর্ব মেদিনীপুর
- ডাল ও তৈলবীজ- মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর
- ন্যাচারাল সিল্ক - মালদা, মুর্শিদাবাদ
- আম - মালদা, মুর্শিদাবাদ, হুগলি
- কলা - নদীয়া, হুগলি।

পশ্চিমবঙ্গে SEZ

1. ফলতা SEZ - দক্ষিণ 24পরগণা.
2. মণিকাঞ্চন জুয়েলারি পার্ক - সল্টলেক
3. WIPRO - সল্টলেক ইলেক্ট্রনিক সিটি, সল্টলেক
4. TCS (I.T.) - রাজারহাট-নিউটাউন
5. ডিএলএফ লিমিটেড (আইটি) - রাজারহাট - নিউটাউন
6. ইউনিটেক - হাইটেক স্ট্রাকচার লিমিটেড (আইটি) - রাজারহাট - নিউটাউন
7. এমএল ডালমিয়া অ্যান্ড কোং (লেদার)- বানতলা - কলকাতা

DILIGENCE DEXTERITY DETERMINATION
THE DHRONAS
Ensuring success through skills

পরিবহন ব্যবস্থা

রেল

• পশ্চিমবঙ্গে প্রথম রেলপথ 15ই আগস্ট 1854 সালে শুরু হয়েছিল, হাওড়া থেকে হুগলির মধ্যে – 37 কিমি।

• প্রধান রেলওয়ে জংশন: - হাওড়া, কলকাতা, শিয়ালদহ, খড়গপুর, আসানসোল, ব্যান্ডেল, বর্ধমান, ডানকুনি, আদ্রা, নিউ জলপাইগুড়ি, কাটোয়া।

পশ্চিমবঙ্গে নিম্নলিখিত রেলওয়ে জোনগুলি আছেঃ

1. দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

2. পূর্ব রেলওয়ে কলকাতা

3. কলকাতা মেট্রো

4. নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে

এদের মধ্যে প্রথম তিনটি জোনের হেডকোয়ার্টার কোলকাতা। NFR এর হেডকোয়ার্টার মালেগাও- গুয়াহাটি

সড়ক পরিবহন

W.B-তে 29টি জাতীয় সড়ক এবং 19টি রাজ্য সড়ক রয়েছে।

● দীর্ঘতম NH - NH34 (কলকাতা-ডালখোলা>443 কিমি, এখন NH12 ডালখোলা থেকে বকখালি - 576 কিমি (NH 34 + NH 117)

● সবচেয়ে ছোট NH - NH80 [মোকামা (বিহার) থেকে ফারাক্কা (W.B.)] মোট দৈর্ঘ্য -310, W.B.-10 কিমি।

● সংক্ষিপ্ততম NH যা সম্পূর্ণরূপে W.B-তে অবস্থিত। - N.H116 – হলদিয়া থেকে কোলাঘাট, 51 কিমি।

• NH-2 (এখন NH 19) - দিল্লি-কলকাতা -1453 কিমি (W.B তে 235 কিমি)

• NH-6 (এখন NH 16) - কলকাতা- হাজিরা (গুজ) হয়ে, মুম্বাই এবং ধুলে M.H. - 1949 (W.B তে 161)

DILIGENCE DEXTERITY DETERMINATION
THE DHRONAS
Ensuring success through skills

• NH 10 (পুরাতন NH 31A)- শিলিগুড়ি - সেভোক - তিস্তা বাজার - কালিম্পং - গ্যাংটক - 174 কিমি।

• NH 14 - মোরগ্রাম-রামপুরহাট-সুরি - পাণ্ডবেশ্বর - রানিগঞ্জ - বাঁকুড়া - গড়বেতা - সালবানি- খড়গপুর (NH 16 এর সাথে সংযোগস্থল) - 306 কিমি।

• NH31D - শিলিগুড়ি - জলপাইগুড়ি - ময়নাগুড়ি - ধুপগুড়ি - ফালাকাটা - সালসালাবাড়ি - 147 কিমি।

• NH-35 (এখন NH 112)- বারাসত-গাইঘাটা- বনগাঁ- 61 কিমি

• NH-55 (এখন NH 110) - শিলিগুড়ি - কার্সিয়ং - দার্জিলিং- 77 কিমি

• NH-60 - বাঁকুড়া-মেজিয়া-রানিগঞ্জ এবং NH-2 এর সাথে যোগ দেয়।

• NH-81 - হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে কুমেদপুর - 55 কিমি।

• NH-60A (এখন NH314)- বাঁকুড়া-পুরুলিয়া- 100 কিমি

• NH116B - নন্দকুমার - কন্টাই - দীঘা - চন্দনেশ্বর -91 কিমি।

• NH-117 - কোনা - বকখালি - 133 কিমি (এখন NH 12 এর অংশ)।

➢ **বিমানবন্দর:-**

• আন্তর্জাতিক:- নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু (দমদম - কলকাতা)

• জাতীয়:- 1) বাগডোগরা (এছাড়াও আন্তর্জাতিক টার্মিনাল রয়েছে)

2) অন্ডাল (কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দর)

3) কোচবিহার (বাবুরহাট জং।)

• **অভ্যন্তরীণ জলপথ:-** জাতীয় জলপথ - (N.W 1) - এলাহাবাদ থেকে হলদিয়া হয়ে পাটনা-ফারাক্কার মধ্যে, গঙ্গা নদীর মধ্য দিয়ে, এটি ভারতের দীর্ঘতম NW পথ, দৈর্ঘ্য- 1620 কিমি।

শিল্প

কটন টেক্সটাইল: - ভারতের প্রথম কটন টেক্সটাইল যা হাওড়া জেলার ঘুসুরি (ফোর্ট গ্লোস্টার) এ স্থাপিত হয়েছিল, এটি 1818 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পাট শিল্প: - ভারতের প্রথম পাটকল 1855 সালে রিষড়ায় (W.B) স্থাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী রাজ্য।

লোহা ও ইস্পাত :- ভারতের প্রথম সফল লোহা ও ইস্পাত শিল্প 1864 সালে কুলটিতে শুরু হয় এবং তারপরে 1908 সালে আসানসোলের কাছে হীরাপুর, 1919 সালে বার্নপুরের IISCO, 1959 সালে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট (2য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, U.K-এর সাথে সহযোগিতায় নির্মিত)।

কাগজ শিল্প: - ভারতের 1ম কাগজ শিল্প, 1832 সালে শ্রীরামপুরে চালু হয়। ত্রিবেণী, বালি, কাকিনাদা, কাঁচরাপাড়া সবই পেপার মিলের জন্য বিখ্যাত।

সিল্ক ইন্ডাস্ট্রি - মুর্শিদাবাদ সবচেয়ে বড় উৎপাদনকারী।

জাহাজ নির্মান - ক) গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড- কলকাতা

খ) হুগলি ডক অ্যান্ড পোর্ট ইঞ্জিনিয়ার্স - কলকাতা

রেল কোচ উৎপাদন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কর্মশালা

- চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস – চিত্তরঞ্জন (ভারতের প্রাচীনতম বৈদ্যুতিক লোকো প্ল্যান্ট)।
- জেসপ কোম্পানি (পি) লিমিটেড – দমদম, কলকাতা
- Taxmaco লিমিটেড - আগরপাড়া এবং বেলঘরিয়া
- লিলুয়া, কাঁচরাপাড়া, টিকিয়াপাড়া, খড়গপুর, ডানকুনি (কনিষ্ঠ) - সবই কোচ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিখ্যাত।

অ্যালুমিনিয়াম শিল্প- পশ্চিমবঙ্গে প্রথম প্ল্যান্ট 1937 সালে আসানসোলের কাছে J.K. নগরে স্থাপন করা হয়েছিল (এখন INDALCO-এর অধীনে)। এছাড়াও জিন্দাল অ্যালুমিনিয়াম প্ল্যান্ট - বেলুড় - হাওড়া জেলায় অপারেশনাল।

রাইফেল শিল্প- ইচ্ছাপুর - N.24পরগণা। এবং কাশীপুর - কলকাতা

দুগ্ধ শিল্প

1. হরিণঘাটা ডেইরি লিমিটেড- কল্যাণী। 2. মাদার ডেইরি প্রা. লিমিটেড - ডানকুনি।

3. Metro Dairy Pvt. লিমিটেড- বারাসত। 4. ভাগীরথী ডেইরি প্রা. লিমিটেড - বারহামপুর।

5. হিমুল ডেইরি প্রা. লিমিটেড - শিলিগুড়ির কাছে মাটিগাড়া (এখন মাদার ডেয়ারির অধীনে)।

DILIGENCE DEXTERITY DETERMINATION
THE DHRONAS
Ensuring success through skills

উৎসব

- গঙ্গাসাগর মেলা, বনবিবি উৎসব - দক্ষিণ ২৪ প্রাঙ্গণ,
- গম্ভীরা - মালদা
- বসন্ত উৎসব, কেন্দুলি মেলা, পৌষ মেলা - বীরভূম
- জগৎধাত্রী পূজা ও রথযাত্রা – হুগলি
- জল্পেশ মেলা - জলপাইগুড়ি ● ছৌ নৃত্য –পুরুলিয়া
- ঝাপন উৎসব, বিষ্ণুপুর উৎসব, ইতু পূজা - বাঁকুড়া
- রাসমেলা – নদীয়া ও কোচবিহার।
- সাঁওতালি উৎসব – পশ্চিম মেদিনীপুর।

DILIGENCE DEXTERITY DETERMINATION
THE DHRONAS
Ensuring success through skills

পশ্চিমবঙ্গ এর ভূ-প্রকৃতি

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একমাত্র রাজ্য যেখানে উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে সাগর, সমভূমি এবং মালভূমি উভয়ই অবশিষ্ট অঞ্চল জুড়ে।

1) দার্জিলিং হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল: - এটি রাজ্যের উত্তর দিকে অবস্থিত। এই অঞ্চলটি পূর্ব হিমালয় রেঞ্জের অন্তর্গত। শিলিগুড়ি বিভাগ ছাড়া পুরো দার্জিলিং জেলা এবং জলপাইগুড়ি অঞ্চলের উত্তর অংশের একটি সংকীর্ণ অংশ। তিস্তা নদীর গভীর গিরিখাত এই পাহাড়ি অঞ্চলকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে

● সিঙ্গালীলা এবং দার্জিলিং রেঞ্জ পশ্চিম অংশে উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে। দার্জিলিং এবং নেপালের সীমান্ত বরাবর অবস্থিত সিঙ্গালিলা রেঞ্জের চারটি গুরুত্বপূর্ণ শৃঙ্গ রয়েছে: সান্দাকফু (3630m- পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ), ফালুট (3596m), সবরগ্রাম (3545m), টাংলু (3036m), দুটি উচ্চ শিখর টাইগার হিল (2567m) , এবং ঘূম (2247m) দার্জিলিং শহর থেকে দেখা যায়।

ক) তরাই অঞ্চল:- তরাই জলাবদ্ধ তৃণভূমি এবং বনভূমির একটি বলয়। ভাবর অঞ্চল তরাই বেল্টের উপরে অবস্থিত, এটি হিমালয়ের শিলা, নুড়ি এবং ক্ষয়প্রাপ্ত মাটি দ্বারা আবৃত। তরাই অঞ্চলটি কাদামাটি এবং বালির স্তর দ্বারা গঠিত, যেখানে একটি উচ্চ জলস্তর রয়েছে যা অনেকগুলি ঝরনা এবং জলাভূমি তৈরি করে। এটি দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারের উপরের অঞ্চলে অবস্থিত।

খ) ডুয়ার্স :- তিস্তা নদীর পূর্ব অংশ ডুয়ার্স বা ডুয়ার্স নামে পরিচিত। এটিকে উপবিভক্ত করা যেতে পারে- শিলিগুড়ি বা পশ্চিম ডুয়ার্স, মধ্য বা জলপাইগুড়ি ডুয়ার্স এবং পূর্ব বা আলিপুর ডুয়ার্স।

তরাই এবং ডুয়ার্সের ঢাল উত্তর থেকে দক্ষিণে মৃদু এবং উচ্চতা 80-100 মিটার। তিস্তা, তোর্সা, রায়ডাক, জলঢাকা, সংকোশ প্রধান নদী।

2) উত্তর সমতল অঞ্চল: - উত্তরবঙ্গ সমভূমি তরাই অঞ্চলের দক্ষিণ থেকে শুরু হয়ে গঙ্গা নদীর বাম তীর পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন। জলপাইগুড়ির দক্ষিণ সমভূমি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরের উত্তর অংশ, মালদা এবং কোচবিহারের দক্ষিণাংশ এই অঞ্চলে অবস্থিত।

মহানন্দা নদী মালদা জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। পূর্ব দিকের অংশে তলিয়ে যাওয়া সমভূমি পুরানো পলিমাটি দ্বারা গঠিত এবং এটি বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত । পশ্চিম অংশটি নতুন পলি দিয়ে তৈরি এবং এই অংশে কালিন্দী নদী মহানন্দা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। কালিন্দী নদীর উত্তরে অবস্থিত মালদহের অংশটি তাল নামে পরিচিত, এটি নিম্নভূমি এবং জলাভূমি এবং বিল (ছোট জলাশয়) দ্বারা আবৃত। যেখানে কালিন্দির দক্ষিণে একটি অত্যন্ত উর্বর ভূমি এবং দিয়ারা নামে পরিচিত।

DILIGENCE DETERMINATION
THE DHRONAS
Ensuring success through skills

3) রাঢ় অঞ্চল :- ভাগীরথী নদী উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে এবং মুর্শিদাবাদ জেলাকে বিভক্ত করেছে দুই সমান ভাগে। এই দুটি এলাকার ভূমির ধরন এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা উচিত। পূর্ব অংশকে বলা হয় বাগরি এবং পশ্চিম অংশকে রাঢ় বলা হয়। বাগরি অঞ্চল পলিমাটি দ্বারা গঠিত, নিম্ন-প্লাবিত উর্বর এবং এর জলবায়ু আর্দ্র । এই অঞ্চল ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদীর মাঝখানে অবস্থিত। রাঢ় অঞ্চলের পশ্চিম অংশ উচ্চ, অসম, ধূসর এবং লাল মাটি সহ শুষ্ক জলবায়ু রয়েছে, এখানে আমরা অনেক পুরানো নদী খাঁড়ি দেখতে পাই। এই অঞ্চলের পশ্চিম অংশ উচ্চতায় বেশি। এই এলাকার ছোট ছোট টিলাকে ধুলি পাহাড়ি বলা হয়।

• পশ্চিমে পশ্চিম মালভূমি, উত্তরে গঙ্গা নদী এবং দক্ষিণে গাঙ্গেয় বদ্বীপ দ্বারা সীমাবদ্ধ রাঢ় অঞ্চল। এই অঞ্চলে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান এবং উভয় মেদিনীপুর জেলা।

● এলাকাটি ভাগীরথী, ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর এবং রূপনারায়ণ নদীর উপনদী দ্বারা আনা পলি দ্বারা গঠিত।

ল্যাটেরাইট মাটি দিয়ে গঠিত মালভূমি অঞ্চলের মাটি লাল রঙের করে তোলে। ভূমির ঢাল পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে।

4) উপকূলীয় সমভূমি:- রাজ্যের চরম দক্ষিণে একটি ছোট উপকূলীয় অঞ্চল, বঙ্গোপসাগর বরাবর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার একটি অংশ উপকূলীয় সমভূমি গঠন করে। এটি নদী, বাতাস এবং সমুদ্র দ্বারা জমা বালি এবং কাদা দ্বারা গঠিত।

5) সুন্দরবন ব-দ্বীপ অঞ্চল:- বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন, দক্ষিণ 24 প্রদেশে অবস্থিত, গঙ্গার মুখে অবস্থিত এবং এটি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। সুন্দরবন 1987 সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড সাইট হেরিটেজ তালিকায় তালিকাভুক্ত হয়, 1989 সালে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হয়।

গড় এই এলাকার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 10 মিটারের উপরে বা এমনকি কিছু এলাকায় 10 মিটারের নিচে। মাতলা, গোসাবা, সপ্তমুখী, বিদ্যাধরী, পিয়ালী, রাইমঙ্গল, জামিরা প্রভৃতি নদীগুলির পলি, কাদামাটি জমে এই অঞ্চলটি তৈরি হয়েছে। এখানে প্রায় 106টি দ্বীপ রয়েছে, যার মধ্যে সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান 54টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত।

6) পশ্চিম মালভূমি অঞ্চল - WB এর প্রাচীনতম ভূ-প্রাকৃতিক অংশটি 15200 বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে, ছোটোনাগপুর মালভূমির পূর্ব অংশ, আর্কিয়ান যুগের আগ্নেয় শিলা (গ্রানাইট এবং নিস) এবং কার্বনের মাডস্টোন এবং কোয়ার্টজাইট শিলা দ্বারা গঠিত, গড় উচ্চতা 300-600m।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের পশ্চিম অংশ এই অঞ্চলটিকে গঠন করে এই এলাকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ পাহাড় হল-

অযোধ্যা পাহাড় (সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গর্গাবুরু (677 মিটার), বাগমুন্ডি (670 মিটার), পুরুলিয়া জেলার পাঞ্চেত, বিহারীনাথ (452 মিটার) এবং বাঁকুড়া জেলার সুসুনিয়া (442 মিটার)। এই এলাকার ঢাল পশ্চিম থেকে পূর্ব

DILIGENCE DEXTERITY DETERMINATION
THE DHRONAS
Ensuring success through skills

7) গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চল:- গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ সমগ্র মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, কলকাতা, হুগলি এবং হাওড়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ 24prgs এর উত্তরাংশ নিয়ে গঠিত। গঙ্গা নদী এই বিস্তীর্ণ এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং তিনটি জেলায় বিভক্ত হয়েছে-

ক) পুরাতন ব-দ্বীপ, খ) পরিণত ব-দ্বীপ এবং গ) সক্রিয় ব-দ্বীপ

ক) পুরাতন ব-দ্বীপ – মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা নিয়ে গঠিত। ব-দ্বীপ গঠন সম্পূর্ণ হয় পলিমাটি নদী, জলাভূমি, বিল এবং অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ এলাকাটি গঠন করে। এলাকাটি বাগরি অঞ্চল নামেও পরিচিত।

খ) পরিণত ব-দ্বীপ - হুগলি জেলা, হাওড়া এবং উত্তর 24 পরগণার অংশ নিয়ে গঠিত। জলাভূমি, বিল এবং অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ অঞ্চলটি গঠন করে।

c) সক্রিয় ব-দ্বীপ – দক্ষিণ 24 পরগণা-এর উত্তর অংশ নিয়ে গঠিত, যেখানে ব-দ্বীপ গঠন এখনও একটি চলমান প্রক্রিয়া।

পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু

পশ্চিমবঙ্গে জলবায়ু দক্ষিণ অংশের গ্রীষ্মমন্ডলীয় সাভানা থেকে উত্তরে আর্দ্র উপক্রান্তীয় পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। প্রধান ঋতু গ্রীষ্ম, বৃষ্টি, সংক্ষিপ্ত শরৎ এবং শীতকাল।

● বর্ষা জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুরো রাজ্যে বৃষ্টি নিয়ে আসে। পশ্চিমবঙ্গ বর্ষার বঙ্গোপসাগরের শাখা গ্রহণ করে যা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়।

গড় বৃষ্টিপাত: 175 সেমি/বার্ষিক। গড় তাপমাত্রা : 27°সে (শীতকালীন) থেকে 45°সে (গ্রীষ্ম)।

● বর্ষার স্বাভাবিক আগমনের তারিখ : কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গ অঞ্চলে ৮ই জুন (এখন ১০ই জুন), এবং উত্তরবঙ্গে ৫ জুন।

● উষ্ণতম স্থান – আসানসোল ● শীতলতম স্থান- দার্জিলিং ● আদ্রতম স্থান – বক্সাদুয়ার

● শুষ্কতম স্থান – ময়ুরেশ্বর (বীরভূম), ● শুষ্কতম জেলা। - পুরুলিয়া।

College Para, Beside Hathimore SBI ATM, Siliguri - 734001 (W.B.)
84 369 00 456 | 84 365 86 516
www.thedhronas.com thedhronas@gmail.com The Dhronas The Dhronas

খনিজ পদার্থ

খনিজ উৎপাদনের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কয়লা, চায়না কাদামাটি, ফায়ার ক্লে, চুনাপাথর, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, ডলোমাইট পাওয়া যায়। কয়লা হল পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খনিজ।

- কয়লা:- পশ্চিমবঙ্গ দেশের অন্যতম প্রধান কয়লা উৎপাদনকারী। রানিগঞ্জ এবং আসানসোল অঞ্চলে (পশ্চিম বর্ধমান জেলা) প্রায় 228টি খনি রয়েছে - রানিগঞ্জ, দিশারগড়, কুলটি, বরাকর, কাজোরা। ● বাঁকুড়া জেলা। - মেজিয়া, বড়জোড়া। পুরুলিয়া – নিতুরিয়া, সাঁওতালডিহি – সবই বিটুমিনাস কয়লার জন্য বিখ্যাত। যেখানে দার্জিলিং জেলা লিগনাইট কয়লার জন্য বিখ্যাত।
- ফায়ার ক্লে - পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জ, রামনগর, সালানপুর, চুরুলিয়া।
- চায়না ক্লে- বাঁকুড়ার খাতরা, পুরুলিয়ার ঝালদা, বীরভূমের মহম্মদ বাজার।
- চুনাপাথর – পুরুলিয়ার ঝালদা, হাঁসপাথর ও বাগমারা অঞ্চল।
- লৌহ আকরিক :- বাঁকুড়ার পোড়াপাহাড়, ঝালদা, পুরুলিয়ার মানবাজারে অবস্থিত।
- ম্যাঙ্গানিজ - ঝাড়গ্রামের গিধনি, বেলপাহাড়ি।
- ডলোমাইট :- দার্জিলিং এর ডুয়ার্স অঞ্চল, এছাড়াও জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার।
- উলফার্ম :- ঝিলিমিলি, বাঁকুড়ার পোড়াপাহাড়।

DETERMINATION
THE DHRONAS
Fulfilling dreams through skills

পশ্চিমবঙ্গের নদী

উৎস ও প্রবাহের দিক অনুসারে এখানে প্রধানত চার ধরনের নদী পাওয়া যায়

1. উত্তরবঙ্গের নদী - তিস্তা, মহানন্দা, করতোয়া, তোর্সা, জলঢাকা, রায়ডাক, সংকোশ, কালজানি ইত্যাদি।

2. মধ্যভাগে গঙ্গা এবং এর শাখা- জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, চূর্ণী, ইছামতি।

3. পশ্চিম অংশের মালভূমি অঞ্চলের নদী - দামোদর, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী,শিলাই (শিলাবতী), অজয়, ময়ূরাক্ষী, রূপনারায়ণ, হলদি।

4. দক্ষিণ অংশে সুন্দরবন অঞ্চলের নদী - মাতলা, রাইমঙ্গল, বিদ্যাধরী, গোসাবা, পিয়ালী, ঠাকুরান ইত্যাদি।

● WB এর প্রধান নদীগুলি নিম্নরূপ

1) ভাগিরথী - হুগলি :- রাজ্যের দীর্ঘতম নদী, মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানে ঝাড়খণ্ড সীমান্ত অতিক্রম করার পরে পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছেছে। দৈর্ঘ্য: 520 কিমি

উপনদী :- দামোদর, রূপনারায়ণ, ইছামতি, হলদী, কংসাবতী হুগলির উপনদী, অজয় ভাগীরথীর উপনদী।

● হুগলি ও হলদি নদী হলদিয়ায় মিলিত হয়েছে।

2) দামোদর :- পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী।

মোট দৈর্ঘ্য:- 541কিমি কিন্তু 492কিমি পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে গেছে।

সূত্র:- রাজমহল রেঞ্জের খামারপাট পাহাড়, ঝাড়খণ্ডের ছোটোনাগপুর মালভূমি। উপনদী :- বরাকর, কোনার, যমুনিয়া।

3) তিস্তা :- পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় দীর্ঘতম নদী। তিস্তাকে লেপচা উপজাতিরা 'রাংটু' বলে, রংতু মানে সোজা নদী, সমতল অঞ্চলে তিস্তা সোজা পথে প্রবাহিত তাই একে রাংটু বলা হয়। তিস্তার বুড়ি তিস্তা নামে একটি শাখা রয়েছে, যা তিস্তার পশ্চিম দিক থেকে উঠে এসেছে। এটি শুধুমাত্র বর্ষাকালে প্রবাহিত হয়, অন্যথায় এটি একটি শুকনো ট্র্যাক আছে। [আগের দিনগুলিতে তিস্তা জলপাইগুড়ির দক্ষিণে তিনটি চ্যানেলে প্রবাহিত হয়েছিল, যথা: পূর্বে করতোয়া, পশ্চিমে পুনর্ভবা এবং কেন্দ্রে আত্রাই। তিনটি চ্যানেল সম্ভবত নদীটির নাম দিয়েছে "ত্রিস্রোতা" - তিনটি প্রবাহের অধিকারী যাকে তিস্তা নামে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

i উৎস:- জেমু হিমবাহ (সিকিম)

ii. মোট দৈর্ঘ্য:- 411 কিমি কিন্তু 122 কিমি W.B এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত

উপনদী :- রঙ্গিত

4) মহানন্দা :- মহালিধিরাম পাহাড়, কার্সিয়ং-দার্জিলিং জেলা থেকে উঠে, এটি তিনধারিয়ার কাছে পাগলাঝোরা জলপ্রপাত তৈরি করে, শিলিগুড়ি পেরিয়ে এটি বিহারে পূর্ণিয়া জেলায় পৌঁছে, আবার এটি উত্তর দিনাজপুর ও মালদা জেলার সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং মালদায় প্রবেশ করে। কাটাবাড়ী অতিক্রম করে অবশেষে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং রাজশাহী জেলার

DILIGENCE DEXTERITY DETERMINATION
THE DHRONAS
Ensuring success through skills

গোদাবাড়ী ঘাটের কাছে পদ্মা নদীর সাথে মিলিত হয়।

উপনদী - বালাসন, পাহাড়ি অঞ্চলে মেচি, পুনর্ভবা, নগর, টাঙ্গন, সমভূমিতে কুলিক। ফুলহার, বারসাই মহানন্দার দুটি শাখা।

5) জলঢাকা – বিদাং হ্রদের উত্থান (সিকিম-ভুটান সীমান্ত)। এটি ভুটানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়-

দার্জিলিং সীমান্ত এবং ঝালং-এর উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলায় পৌঁছেছে।

উপনদী :- জলপাইগুড়ি জেলার জলঢাকার উপনদী হল ডাইনা, মূর্তি, দুধুয়া, মুজনাই। বিন্দু নদী জলঢাকার সাথে মিলিত হয়েছে বিন্দুর স্থানে যেখানে জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প অবস্থিত। নাগরাকাটা পেরিয়ে, আমগুরি জলঢাকা কোচবিহারে পৌঁছে ধল্লা বা বারো তোর্সার সাথে মিলিত হয়। কোচবিহার জেলায় জলঢাকা অনেক নামে পরিচিত। যেমন সিংমারি, ডানখান, মুজনাই, মানসাই। কোচবিহার জেলায়, জলঢাকার উপনদীগুলি হল – ডলং, গিধারী। মোট দৈর্ঘ্য – 209 কিমি।

6) তোর্সা - উৎস:- চুম্বি উপত্যকা (তিব্বত), চুম্বি উপত্যকায় একে মাচু বলা হয় এবং ভুটানের তোর্সা আমোচু নামে পরিচিত। ফুন্টশোলিং শহর পেরিয়ে এটি সাধুরাম গ্রামের কাছে জলপাইগুড়ি জেলায় পৌঁছে, তারপর ডালগাঁও, মাদারিহাট, শীলবাড়ি পেরিয়ে লাফাবাড়ির কাছে কোচবিহারে প্রবেশ করে। মোগলাহাটের কাছে এটি কোচবিহার পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে, বাংলাদেশের রংপুর জেলার নাগেশ্বরীর কাছে যমুনার সাথে মিলিত হয়। উপনদী :- হলং, বেলা, কালজানি, মালঙ্গি, সুনজাই, কালা তোরসা। শাখাগুলো হলো- শিলি তোরসা, বুড়া তোরসা, ধরলা। দৈর্ঘ্য - 295 কিমি।

7) সুবর্ণরেখা - উৎস - ঝাড়খণ্ডের রাঁচি মালভূমি। ঝাড়খণ্ডের চান্দিল, জামশেদপুর, ঘাটশিলা পেরিয়ে এটি পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রবেশ করে তারপর গোপীবল্লভপুরের ঝাড়গ্রাম, নয়াগ্রাম, হাতিবাড়ি, কেশিয়ারি, সোনাকোনিয়া, অবশেষে ওড়িশায় প্রবেশ করে। দৈর্ঘ্য - 477 কিমি। এর মধ্যে, ডাব্লুবিতে 122 কিমি।

উপনদী :- কাঞ্চি, কারফারি, খরকাই।

8) কংসাবতী - উৎস: পুরুলিয়ার ঝালদার কাছে জবরবান পাহাড়, পুরুলিয়া-চান্ডিল রেলপথের সাথে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছে, বাঁকুড়া অতিক্রম করেছে, মেদিনীপুর উভয়ই প্রায় 366 কিমি দূরত্বে, হলদিয়াতে হলদী নদীর সাথে মিলিত হয়েছে, শেষ পর্যন্ত দু'জন মিলেছে হুগলি নদী। উপনদী :- কুমারী (মুকুটমণিপুর বাঁধ), ভৈরব-বাঁকি, তরফেনি, কেলেঘাই।

- কংসবতী এবং কেলেঘাই একে অপরের সাথে যোগ দেয় এবং হলদি নামে পরিচিত।

9) অজয় - দুমকা জেলা (ঝাড়খণ্ড) থেকে উঠে, এটি বীরভূম জেলার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছে, পরে পূর্ব বর্ধমান এবং বীরভূমের মধ্যে সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়, ইলামবাজার, মঙ্গলকোট অতিক্রম করে, অবশেষে কাটোয়ায় ভাগীরথীর সাথে মিলিত হয়।

● হিংলো, তুমনি, কুনুর হল উপনদী।

10) ময়ূরাক্ষী : উৎস - ঝাড়খণ্ডের বৈদ্যনাথ ধামের কাছে ত্রিকূট পাহাড়, দক্ষিণ-পূর্ব ওয়ার্ডগুলি অতিক্রম করে বীরভূম জেলায় প্রবেশ করেছে। W.B এর তারপর সিউড়ি, সাঁইথিয়া, পঞ্চথুপি, শেষ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের কান্দিতে এবং হিজল বিলে খালি হয় – কান্দি মহকুমার জলাশয়ের মধ্যে একটি।

উপনদী :- বক্রেশ্বর, ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, কোপাই।

11) রূপনারায়ণ - ঝাড়খণ্ডের ছোটোনাগপুর মালভূমির তিলবি পাহাড় থেকে উঠে।

● দ্বারেকেশ্বর ও শিলাবতীর মিলিত উৎস পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে রূপনারায়ণ নামেও পরিচিত। এটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে কোলাঘাট, তমলুক অতিক্রম করে এবং পরে পূর্ব মেদিনীপুর-হাওড়া সীমান্তের জিওনখালি ও গাদিয়ারার কাছে হুগলি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়।

উপনদী :- মুন্ডেশ্বরী।

12) মাতলা – বিদ্যাধরী, করতোয়া এবং রামপুরা খাল দক্ষিণ 24 পিজিএসের ক্যানিংয়ের কাছে একসাথে মিলিত হয়েছে। এবং সুন্দরবন অঞ্চলের বৃহত্তম ও গভীরতম মাতলা নদী তৈরি করেছে। অনেকে উল্লেখ করেছেন যে মাতলা হল বিদ্যাধরীর নিম্নাংশ, শেষ পর্যন্ত মাতলা একত্রে বিদ্যা (ধারি) সাগর (বঙ্গোপসাগর) এর সাথে মিলিত হয়।

DILIGENCE DEXTERITY DETERMINATION
THE DHRONAS
Ensuring success through skills

মাটির ধরন

পাহাড়ের মাটি (পডজল) - উত্তর পর্বত অঞ্চল - তরাই, সাধারণত চা, কমলালেবুর জন্য বিখ্যাত।

পুরাতন পলিমাটি – সর্বোচ্চ অংশ জুড়ে রয়েছে। মালদহের অংশ, দিনাজপুর উভয়, বীরভূমের পূর্ব- ধান, প্রাকৃতিক রেশম, ভুট্টা, ডাল, গম, আখ, শাকসবজি।

নতুন পলিমাটি - মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উভয় 24 পিজি (প্রধানত উত্তর), হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুরের NE অংশ, পশ্চিম মেদিনীপুরের পূর্ব - ধান, পাট, গম, আলু, শাকসবজি, আখ, সরিষা, ডাল , তৈলবীজ।

লাল মাটি - পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়ার পূর্বের বেশিরভাগ অংশের মতো পশ্চিম বর্ধমান অঞ্চল, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের কিছু অংশ।- সাধারণত অনুর্বর, সেচের নেতৃত্বে কৃষি পদ্ধতি পাওয়া যায় যেমন গম, তৈলবীজ, আলু, ডাল, ভুট্টা, মৌসুমি শাকসবজি। - ফল ইত্যাদি

ল্যাটেরাইট মাটি - পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার পশ্চিম, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরের পশ্চিমে - সেচযুক্ত চাষ পাওয়া যায়। ভুট্টা, আলু, ডাল, গম এই ধরনের ফসল চাষ করা হয় যার জন্য কম পরিমাণে জলের প্রয়োজন হয়।

লবণাক্ত মাটি – দক্ষিণ 24 পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উপকূলীয় অংশ। যেখানে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক লবণ পাওয়া গেছে - নারকেল, কাজুবাদাম, পান প্রধান ফসল।

DILIGENCE DEXTERITY DETERMINATION
THE DHRONAS
Ensuring success through skills

উদ্ভিদ-এর প্রকার

1. পর্বত অঞ্চল - নরম কাঠের শঙ্কুযুক্ত গাছ - 1000-2500/3000 mt এর মধ্যে ত্রিভূজ আকৃতির পাতা (এগুলি 600-1500 mt এর মধ্যেও পাওয়া যায়), পাইন, ফার, দেবদার, ওক, রডোডেনড্রন, স্প্রুস।

2. সমতল ভূমি - গ্রীষ্মমন্ডলীয় চিরহরিৎ গাছ পাওয়া যায় যেগুলি শক্ত কাঠের যেমন বট, পিপল, আম বাঁশ, রোজউড, আয়রনউড, মেহগনি, পপলার, আবলুস, কাঁঠাল, শিশু, সুপারি, নিম।

3. মালভূমি অঞ্চল - প্রধানত পর্ণমোচী গাছগুলি আর্দ্র এবং শুষ্ক - সাল, সেগুন, পলাশ, সেমুল, মহুয়া, খয়ের, চপলা, অর্জুন, অশোক।

4. উপকূলীয় অংশ - WB এর উপকূলীয় অংশ যেখানে জোয়ারের বন / ম্যানগ্রোভ গাছ পাওয়া যায় যেমন গারন, জিওনওয়া, হেতাল, গোলপাতা, হোগলা, সুন্দরী, কেয়া, কেওড়া।

DILIGENCE DEXTERITY DETERMINATION
THE DHRONAS
Ensuring success through skills

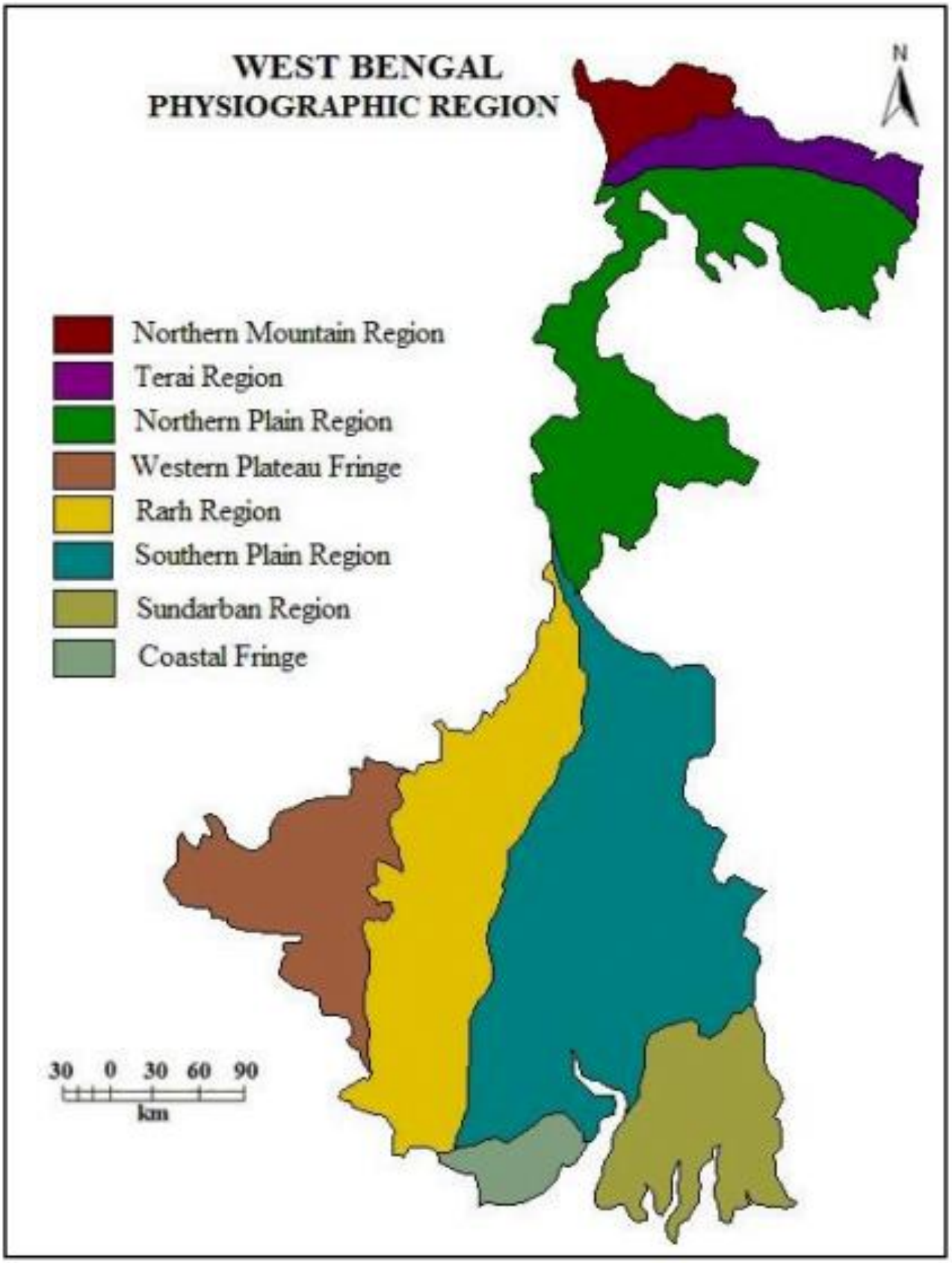
WEST BENGAL
PHYSIOGRAPHIC REGION
N
Northern Mountain Region
Terai Region
Northern Plain Region
Western Plateau Fringe
Rarh Region
Southern Plain Region
Sundarban Region
Coastal Fringe
30 0 30 60 90
km

RIVER MAP OF WEST BENGAL

MINERAL MAP OF WEST BENGAL

www.mapsofindia.com

SOIL MAP

Important Dams in West Bengal

Source: India-WRIS WebGIS

Dams in West Bengal											
Sl. No.	Dam Name	Completion Year	River	Nearest city	Basin	District	Type	Height (m)	Length (m)	Purpose	Status
1	Bakreshwar Dam			Siuri	Ganga	Birbhum					
2	Bandhu Dam		Bandhu	Purulia	Ganga	Purulia	TE	16	1605	Irrigation	Completed

THE DHRONAS
Ensuring success through skills

3	Bara Mandira Dam	1977	Baramandira	Asansol	Ganga	Bardd haman	TE	17	853	Irrigation	Completed
4	Barabhum Dam	1991	Nagasai, Barabhum	Purulia	Ganga	Purulia	TE	11	1529	Irrigation	Completed
5	Beko Dam	1990		Purulia	Ganga	Purulia	TE	16	914	Irrigation	Completed
6	Dangrajhore Dam	1982		Purulia	Ganga	Purulia	TE	10	580	Irrigation	
7	Dimu Dam	1989		Purulia	Subarnarekha	Purulia	TE	12	841	Irrigation	Completed
8	Futiary Dam			Purulia	Ganga	Purulia	TE	13.7	768	Irrigation	Completed
9	Golamarajore Dam	1989	Golamarajore	Purulia	Ganga	Purulia	TE	13		Irrigation	Completed
10	Hanumata Dam	2007	Hanumata	Purulia	Ganga	Purulia	TE	19	984.62	Irrigation	Completed
11	Hinglow Irrigation Scheme Dam	1976		Siuri	Ganga	Birbhum	TE	12	1158	Irrigation	Completed
12	Kangsabati Kumari Dam	1965	Kasai	Bankura	Ganga	Bankura		41	10400	Irrigation	Completed
13	Kanjan Dam			Bankura	Ganga	Bankura					
14	Karrior Dam	1988		Purulia	Subarnarekha	Purulia	TE	11.5	925	Irrigation	Completed
15	Khairabera Dam	1989		Purulia	Subarnarekha	Purulia	TE	21	371.95	Irrigation	Completed

DILIGENCE DETERMINATION DELIVERY
THE DHRONAS
Ensuring success through skills

16	Kumari Dam	1984		Purulia	Ganga	Purulia	TE + PG	15	1068	Irrigation	Completed
17	Lipania Dam			Purulia	Ganga	Purulia	TE	15	750	Irrigation	Completed
18	Lower : PPSP Dam			Purulia	Subarnarekha	Purulia	ER	95	310	Hydroelectric,Irrigation	Completed
19	Moutorejore Dam	1990		Purulia	Ganga	Purulia	TE + PG	14	1151	Irrigation	Completed
20	Murugumа Dam	1982		Purulia	Ganga	Purulia	TE	19	328	Irrigation	Completed
21	Nachan Irri. Scheme Dam	1977		Durgapur	Ganga	Barddhaman	TE	14	853	Irrigation	Completed
22	Paraga Irri. Scheme Dam	1979		Purulia	Ganga	Purulia	TE	16	737	Irrigation	Completed
23	Patloi Dam	2012	Patloi	Purulia	Ganga	Purulia	TE	14	952.4	Irrigation	Completed
24	Ramchandrapur Dam	1991	Machkandajore	Purulia	Ganga	Purulia	TE	15	899	Irrigation	Completed
25	Rupai Dam	1982		Purulia	Subarnarekha	Purulia	TE	12	620	Irrigation	Completed
26	Saharajore Irri. Scheme Dam	1978		Bankura	Ganga	Bankura	TE	16	2682	Irrigation	Completed
27	Sali Dam	1985	Sali	Bankura	Ganga	Bankura	TE	12	1494	Irrigation	Completed
28	Taragonia Irri. Scheme	1987		Purulia	Ganga	Purulia	TE	12	716	Irrigation	Completed

DILIGENCE INTEGRITY DETERMINATION
THE DHRONAS
Ensuring success through skills

	Dam										
29	Tatko Dam	2013	Tatko	Purulia	Ganga	Purulia	TE	15	1468	Irrigation	Completed
30	Teesta-III Lower Dam		Teesta	Kalimpong	Brahmaputra	Darjiling				Hydroelectric	Completed
31	Teesta-IV Lower Dam		Teesta	Siliguri	Brahmaputra	Darjiling	PG	30	511	Hydroelectric	Under Construction
32	Turga Irri. Scheme Dam	1990	Turga	Purulia	Subarnarekha	Purulia	TE	21	890	Irrigation	Completed
33	Upper Dam: PPSP			Purulia	Subarnarekha	Purulia	ER	71	1505	Hydroelectric,Irrigation	Completed

DILIGENCE DEXTERITY DETERMINATION
THE DHRONAS
Ensuring success through skills